মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

হুমায়ুন আজাদ হত্যা প্রচেষ্টার আসল ঘটনা লুকাতে সরকারের আষাঢ়ে গল্প

প্রতীক ইজাজ ঃ গুরুতর আহত কথাশিল্পী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে জবাই করে হত্যা করার চেষ্টার প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করতে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছে সরকার। বাংলা একাডেমী থেকে শুরু করে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যে তার প্রচ্ছন্ন আভাসও পাওয়া গেছে। ঘটনার মামলার তদন্তও সেদিকেই এগুচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠেছে ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আদালতের নেওয়া দুই প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি নিয়ে। সরকারের পাতানো গল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হাসপাতালেও। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে তাকে। প্রকৃত সত্য আড়াল করতে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে তো বটেই, তার পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না সাংবাদিকদের।

অন্যদিকে ঘটনার রাতে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গের কয়েকজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী সরকারের বক্তব্য ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ধারণকৃত জবানবন্দিকে পুলিশের সাজানো ঘটনা বলে দাবি করেছেন। তারা বলেছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঘটনাটি তাদের পূর্বপরিকল্পিত। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলেও দেখা দিয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। মহলগুলো মনে করছে, সরকারের প্রশ্রয়ে মৌলবাদী চক্র এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আর তাই সরকার ও মৌলবাদী চক্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই তা অন্যখাতে প্রবাহের চেষ্টা করছে। আর অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের পরিবারসহ সকলের দাবি, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে জবাই করে হত্যা চেষ্টার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাইছে সরকার। ইতিমধ্যেই তার জন্য গল্পও ফেঁদে বসেছে তারা। ঘটনার রাতে গ্রেপ্তারকৃত ভাসমান দুজনের জবানবন্দিকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে সরকার ও একটি বিশেষ দৈনিক। ওই জবানবন্দিতে চটপটির দোকানের কর্মচারী সুমন ওরফে বাবু (১২) ও তরিতরকারি বিক্রেতা মিরজাহানের (৩৭) উদ্ধৃতি দিয়ে আদালত সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে হুমায়ুন আজাদ

বইমেলা থেকে বের হন। তখন তার সঙ্গে যুবক বয়সী আরো পাঁচজন ছিল। তারা ছয়জন মিলে ঘটনাস্থলের পাশে সিমেন্টের তৈরি একটি বেঞ্চে বসে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত গল্প করেন। এরপর যুবকদের তিনজন বেঞ্চে বসে থাকলেও তিনি বাকি দুজনকে নিয়ে উঠে পড়েন। তিনি রিকশার দিকে এগুচ্ছিলেন। ঠিক এ সময় বেঞ্চে বসা তিন যুবকের হাত উঁচিয়ে দেওয়া ইশারা পেয়ে ওই দুই যুবক তাকে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে এবং পরে একটি বোমা ফাটিয়ে চলে যায়। উল্লিখিত পাঁচজনই গেঞ্জি ও প্যান্ট পরা ছিল।

কিন্তু ঘটনার সাক্ষী হিসেবে ধারণকৃত ওই দুজনের জবানবন্দির সঙ্গে তথ্যের কোনোই মিল পাওয়া যায়নি সেই রাতে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গের সার্বক্ষণিক সঙ্গীদের দেওয়া বক্তব্য থেকে। এদের একজন কবি মোহন রায়হান ভোরের কাগজকে বলেন, আদালতের কাছে দেওয়া ওই জবানবন্দি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ঘটনার আগে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি পার্কে বসেননি এবং তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে আমরা পরিচিতরাই ছিলাম।

সেই রাতের ঘটনার বিস্তারিত জানতে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি, সাংবাদিক প্রসূন আশীষ, কবি মোহন রায়হান ও আণবিক শক্তি কমিশনের ফুটপাতে ফুলের নকশা বিক্রেতা হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। ওই রাতে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে তারা জানান, রাত সাড়ে ৮টায় যখন বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলার প্রাঙ্গণের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন আগামী প্রকাশনীর স্টল থেকে বাইরে আসেন তারা। প্রকাশনাটির স্বত্বাধিকারী ওসমান গনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাডেমীর তৃতীয় গেট (ব্যাংক সংলগ্ন) বরাবর এগুতে থাকেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক প্রসূন আশীষ। সে সময় মেলার লেখক চত্বরের নিচে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কবি মোহন রায়হান, রফিক আজাদ, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, ফারুক মাহমুদ ও আবু করিম। আড্ডারত কবিদের ডাকে লেখক চত্বরে বসেন তিনি। সে সময় ওই সাংবাদিক চত্বরের বাইরে মুড়ি ভাজা খাচ্ছিলেন। আর ভেতরে বসে আড্ডায় মেতেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদসহ পাঁচ কবি। সে সময় তাদের আশপাশে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না বলে তারা জানান।

তাদের সঙ্গে কথা বলে আরো জানা যায়, আড্ডা শেষে রাত প্রায় সাড়ে ৯টায় একাডেমীর গেটে এসে দাঁড়ান সকলে। এরপর টিএসসির দিকে এগুতে থাকলে এক পর্যায়ে দুটি সারি হয়ে যায়। প্রথম সারিতে গল্প করতে করতে এগুতে থাকেন কবি রফিক আজাদ, মোহন রায়হান ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ এবং পেছনের সারিতে অন্যরা। আণবিক শক্তি কমিশনের গেটের কাছে এসে প্রস্রাব করবেন বলে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ রাস্তার ওপারে যান এবং অন্যদের আস্তে আস্তে হাঁটতে বলেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, স্যারের কথামতো তারা এগুতে থাকলে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে হঠাৎ বোমার শব্দ কানে আসে এবং তারা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ান। সে সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসংলগ্ন ফুটপাতের রক্তাক্ত অবস্থায় অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ সময় উৎসুক মানুষ তাকে ঘিরে ছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

তারা আরো জানান, সে সময় টিএসসির গেট সংলগ্ন সড়কের ওপর পুলিশের ভ্যান দাঁড়ানো থাকলেও পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যায়নি। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে এসে পুলিশ ভ্যানে করে অধ্যাপক আজাদকে হাসপাতালে নেওয়ার অনুরোধ জানান সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতা রফিকুল ইসলাম। যদিও প্রথম দিকে পুলিশের ভ্যানে উঠতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারসহ সকলের অনুরোধে সে ভ্যানে করেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সে রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে কবি মোহন রায়হান বলেন, রাত সাড়ে ৮টা থেকে ঘটনার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সবাই তার সঙ্গেই ছিলাম। তিনি ক্ষণিকের জন্যও উদ্যানে যাননি এবং গল্প তো দূরে থাক। ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আরো বলেন, প্রস্রাবের জন্য রাস্তার ওপারে যাওয়া থেকে ঘটনা ঘটা পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তিকাল ছিল মাত্র প্রায় ১০ মিনিট।

এদিকে ঘটনার প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্য সরকারের বিভিন্ন মহল ঘটনার রাত থেকেই বর্বরোচিত এই ঘটনাকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগে। সে রাতেই বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা ভোরের কাগজকে এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পূর্বপরিকল্পিত কিংবা ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটতে পারে। এরপর রাজধানীতে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য সরাসরি আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন। ঘটনার পর হাসপাতালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিলেও ব্যাপক গাফিলতি দেখা যায় তাতেও। পুলিশ বাহিনী সে রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও তার পরদিন সকালে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ঘটনাস্থলের পাশ থেকে রক্তমাখা আরো একটি চাপাতি উদ্ধার করে। এর আগে ঘটনার রাতে ঘটনাস্থল থেকে অবশ্য পুলিশ আরো একটি চাপাতি উদ্ধার করেছিল।

সরকার তার সাজানো গল্প প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালকেও বেছে নিয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কড়া নজর রাখছে সেদিকে। অধ্যাপক আজাদকে দেখতে যাওয়া শুভার্থীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা। তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না সাংবাদিকদের।

সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, যেহেতু তিনি কথা বলতে পারছেন, তার দেওয়া কোনো তথ্য যেন বাইরে প্রচার হতে না পারে তাই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে সরকার চাইছে প্রকৃত সত্য আড়াল করতে।

ঘটনার রাতে আণবিক শক্তি কমিশনের ফুটপাতে ফুলের নকশা বিক্রেতা হাবিবুর রহমান বলেন, বোমার শব্দে আমরা বুঝি কিছু একটা হয়েছে। তারপর শুনতে পাই কাকে যেন ভীষণ আঘাত করা হয়েছে। তবে সে সময় ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পর পুলিশ আসে। অথচ মেলার গেট ও টিএসসিতে তখন প্রচুর পুলিশ ছিল।